Name of the study area: Rural.
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 49:04 min.
ID: IDI_AMR303_HH_R_22 May 17
Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family Members
Female	27	Class-V	Caregiver	15,000 BDT	4.5 Year female	NO	Bangali	Total=6; Child-1, Husband, Wife (Res.), Datughter-in-law, Mother-in-law, Father-in-law

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপার নামটা কি?

উত্তরদাতা:...।

প্রশ্নর্কতা: ...। আর বয়স কত?

উত্তরদাতা:বয়স, ত্রিশ দিছেন না?

প্রশ্নর্কতা:ও। বয়স হচ্ছে, বলছেন, সাতাশ।

উত্তরদাতা:সাতাশ দিছেন?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। সাতাশ।

উত্তরদাতা: সাতাশ।

প্রশ্নর্কতা:এখানে একটু আগে বললেন সাতাশ আরকি।

উত্তরদাতা: সাতাশ। ঠিক আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর একটু আগে বললেন আপনার পরিবারের ইনকাম হচ্ছে

উত্তরদাতা:পনের হাজার।

প্রশ্নর্কতা: পনের হাজার। ঠিক আছে। আর আপনার পেশা হয়তেছে, যদি বলি গৃহিনী। পেশা, আপনার কি কাজ করেন?

উত্তরদাতা:কৃষিকাজ।

প্রশ্নর্কতা: কৃষিকাজ করেন নাকি আয় ইনকাম করেন, কৃষিকাজ করেন নাকি রান্না বান্না করেন বাড়ির মধ্যে?

উত্তরদাতা:সবই করি। রান্না বান্নাও করি। আয় ইনকামেরও করি।

প্রশ্নর্কতা:আর এই পরিবারে হচ্ছে আপনি ছেলের বউ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনাদের পরিবারে কয়জন আছেন?

উত্তরদাতা:ছয়জন।

প্রশ্নর্কতা:ছয়জন কে কে, একটু বলবেন।

উত্তরদাতা:সবটির নাম বলা লাগবো?

প্রশ্নর্কতা:না। মানে ধরেন কয় ছেলে আছে আপনার, কয় মেয়ে আছে

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুরের, আমার এক মেয়ে, আমার শ্বশুরের হলো দুই ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে বিয়ে দিছে। মেয়ে বিয়ে দিয়ে হেলায়ছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এখানে কয়জন থাকেন এখন?

উত্তরদাতা:এখন আমার বাচ্চা আছে একটা আর আমার দেবর আছে একটা। সব মিলে ছয়জন আমরা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি?

উত্তরদাতা: শ্বশুর-শ্বাশুড়ি সব মিলে ছয়জন।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। আমি বলতেছি, আপনার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আপনার দেবর, আপনার স্বামী, আপনি আর আপনার মেয়ে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এই কয়জন। ঠিক আছে। আপনার মেয়ের বয়স কত বলছেন?

উত্তরদাতা:সাড়ে চার বছর।

প্রশ্নর্কতা: সাড়ে চার বছর। আচ্ছা। আপনাদের গরু ছাগল, হাঁস মুরগি এরকম কয়টা আছে একটু বলবেন?

উত্তরদাতা:গরু দুইটা। হাঁস মুরগি আছে।

প্রশ্নর্কতা:কয়টা করে?

উত্তরদাতা:সাত আটটা আছে হাঁস, মুরগি আছে, মুরগির বাচ্চা আছে আটটা। মুরগি দুইটা। ছোট বাচ্চা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মুরগিই তো। তাহলে আপনাদের কি কোন জায়গা জমি আছে?

উত্তরদাতা:আছে। জায়গা আছে।

প্রশ্নর্কতা:কতটুকু আছে, একটু বলবেন।

উত্তরদাতা: চালায় আছে ধরেন চল্লিশ ডেসিম, এক পাখির একটু কম হয়বো।

প্রশ্নর্কতা:চল্লিশ ডেসিমেল?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কি রকম জমি ঐগুলো? ধান চাষ হয়?

উত্তরদাতা:এইযে এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:ও, আচ্ছা। এরকম মানে হচ্ছে গাছ লাগানো যাবে এরকম আরকি। আর ধানের জমি?

উত্তরদাতা:ঢালও আছে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ।

প্রশ্নর্কতা: ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, কত?

উত্তরদাতা: পঁয়ত্রিশ ধরেন।

প্রশ্নর্কতা: ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, কি?

উত্তরদাতা:ডেসিমল আছে জায়গা।

প্রশ্নর্কতা:ডেসিমেল?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ঐটাই বলতেছি।

উত্তরদাতা:আপনাগো দেশে কি কয়, আমরা ডেসিম কয়। এক পাখির কম আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এসব কিছু মিলায়ে আপনি বলছেন আপনাদের ইনকাম হচ্ছে ইয়া পনের হাজার।

উত্তরদাতা: পনের হাজার।

প্রশ্নর্কতা:যেটা হচ্ছে কে কে ইনকাম করেন যেন?

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুর করে, দেবর করে,স্বামী করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঠিক আছে। আর এইযে পরিবারের মধ্যে যে কয়জন আছেন, এটা একটু বলেন যে , আপনারা সবাই কি এখন সুস্থ আছেন?

উত্তরদাতা:সুস্থ না। আমার অসুখ।

প্রশ্নর্কতা:কি অসুখ?

উত্তরদাতা:আমার কোমরের হাড় ক্ষয় গেছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে যেটা বলছিলাম, আপনি বলছেন আপনার হাড়ের ক্ষয় হয়ছে।

উত্তরদাতা: কোমরের হাড় ক্ষয় হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা: কোমরের হাড়। এটা কবে ধরা পড়ছে?

উত্তরদাতা:পনের দিন হয়।

প্রশ্নর্কতা: পনের দিন। কোন ডাক্তারের কাছে গেছিলেন?

উত্তরদাতা: পাশের এক শহরের হাসপাতালে।

প্রশ্নর্কতা: পাশের এক শহরের হাসপাতালে। আচ্ছা। ঐখানে কি ঔষধ দিছে, কয় ধরনের ঔষধ দিছে?

উত্তরদাতা:ঔষধ দিছে ছয় পদের।

প্রশ্নর্কতা:তো বলেন ঐটা কিভাবে গেলেন , কিভাবে বুঝলেন, হাসপাতালে যেতে হবে কিভাবে জানলেন, হাসপাতাল এখান থেকে তো দূরেই আছে।

উত্তরদাতা:দূরেই তো। ঐযে----৫:০০--- গেলাম। মান্জায় ব্যথা করতো। তাই গেছি। যে এক্সরে করছি। এক্সরে ধরা পড়ছে। পস্রাব পরীক্ষা করছি। পস্রাবে বলে ইনফেকশন হয়ছে। তারপর ঔষধ লিখছে। ঔষধ কিইনা আনছি।

প্রশ্নর্কতা:তো যে ঔষধগুলা আপনাকে দিছিল, আপনি কি ঔষধ সব কিনে নিয়ে আসছেন নাকি বাকী রেখে আসছেন, এরকম।

উত্তরদাতা:সব আনি নাই। বাকী কিছু বাকী আনছি, কিনছি এখানে কিনছি আবার। আবার হেখান থেকে কিছু কিইনা নিয়ে আসছি। অর্ধেক হেখান থেকে আনছি, অর্ধেক এখানে আইয়া বাজার থেকে কিনছি আবার।

প্রশ্নর্কতা:কেন এরকম অর্ধেক আনছেন, অর্ধেক এখানে থেকে কিনছেন, কারনটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতা:টাকার লাইগা কিনছি। টাকা ঐহানে তো নিয়া গেছি দুই হাজার। আবার এক্সরে করছে, পস্রাব পরীক্ষা করছে। আবার ইয়ে লাগছে। টিকেট উঠায়তে টাকা লাগছে। সব মিলায়ে গেছে চৌদ্দশ। আবার ঔষধ কিনছি আষ্টশ। আবার টাকা আছিলনা। আবার ঔষধ এইডি খায়য়া আবার টাকা কামাই করছি মতোন, আবার কিনছি।

প্রশ্নর্কতা:ও। আচ্ছা। তো মাঝখানে কি গ্যাপ গেছিল। ঐযে ঔষধ আনলেন, যে ঔষধ খায়লেন।

উত্তরদাতা:গ্যাপ গেছে, দুই তিন দিন খাই নাই। তারপর থেকে আবার খাওয়া শুরু করছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে আপনাদের কি সবসময় এরকম হয় নাকি

উত্তরদাতা:সবসময় না।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ দিলে এরকম হয় কিনা যে অর্ধেক, যতক্ষন পর্যন্ত আপনার টাকা থাকবে, ততক্ষন খাবেন, তারপর হচ্ছে যে

উত্তরদাতা:হ্যা। তারপর আর খাইনা। টাকা না থাকলে খাইনা। টাকা যতক্ষন থাকে, ততক্ষন খাই।

প্রশ্নর্কতা:তখন আবার কিনে খায়।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে যখন আপনি অসুস্থ হন, আপনার দেখাশুনা কে করে?

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুরে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এইযে ধরেন, একজন অসুস্থ ব্যক্তি, অসুস্থ ব্যক্তিকে কে দেখাশুনা করে? দেখাশুনা বলতে কিরকম , ঔষধ খাওয়ানো, কাজে একটু সাহায্য করা, সে কাজ করতে না পারলে তার কাজে একটু ইয়ে করা, এগুলো কে করে?

উত্তরদাতা:ঔষধ আমি নিজেই খাই, একলা। আমার ঔষধ অমি নিজেই খাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর বাড়ির যদি অন্য কেউ অসুস্থ হয়, আপনাদেরতো ছয়জনের পরিবার। ছয়জনের মধ্যে বাকী পাঁচজনে যদি অসুস্থ হয়, তখন আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতা:অসুস্থ হলে কয়, আমার এমন লাগে, অমন লাগে। বলে আমার এখানে ব্যথা লাগে, ঐখানে ব্যথা লাগে। তারপর ডাক্তারের নিয়া যাই। যেয়ে ঔষধ আনি।

প্রশ্নর্কতা:তো এইররকম কার হয়ছে, যাকে আপনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলেন?

উত্তরদাতা:আমার শ্বশুরে।

প্রশ্নর্কতা:শ্বশুর?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:শ্বশুর নিয়ে গেছে নাকি আপনি শ্বশুরকে নিয়ে গেছেন?

উত্তরদাতা:শ্বশুরে আমারে নিয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা: পাশের এক শহরের হাসপাতালে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে হচ্ছে আপনার শ্বশুর আপনাকে চিকিৎসার জন্য উনি নিয়ে গেছিলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা, আমার শ্বশুরে নিয়ে গেছে। টাকা দিছে আমার স্বামী।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এছাড়া হচ্ছে আপনার বাড়িতে যখন অন্য কেউ অসুস্থ হয়, কিভাবে বলে, একটু বলবেন? আপনার ছোট বাচ্চা যখন অসুস্থ হয়, একটাই তো বাচ্চা।

উত্তরদাতা:হ্যা, একটাই।

প্রশ্নর্কতা:ও যখন অসুস্থ হয়, কিভাবে বুঝতে পারেন ওর অসুস্থতা?

উত্তরদাতা:ওর জ্বর আহে, ঠান্ডা লাগে। তারপর ও হয়ছিল পর নিউমোনিয়া হয়ছিল। হাসপাতালে থাইকা আইছি দশদিন। পাশের এক শহরের হাসপাতালে। আবার ঠান্ডা লঅগে মতোন ওর আব্বু টাকা দেয়। আমি নিয়া যাই বাজারে ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর এইযে বললেন নিউমোনিয়া হয়ছে, নিউমোনিয়া। ছোট বাচ্চা। কবে হয়ছে এটা?

উত্তরদাতা:হয়ছে পর তার এগার দিন পরে।

প্রশ্নর্কতা:ও, জন্ম হওয়ার এগার দিন পরে। ও তার মানে অনেক দিন হয়ে গেল।

উত্তরদাতা:অনেক দিন হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:এর মাঝখানে ছয় সাত মাসের মধ্যে

উত্তরদাতা:ঠান্ডা লাগে আর এমনে জ্বর আসে। আর কোন অসুখ হয়না।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে বুঝতে পারেন এই জ্বর আসছে, ঠান্ডা লাগে। এই জিনিসটা কিভাবে বোঝেন? ছোট বাচ্চা, ও তো জানেনা।

উত্তরদাতা:জ্বর, ঠান্ডা লাগলে কাশে। নাক দিয়ে ঠান্ডা পড়ে। জ্বর হলে তো শরীর গরম হয়। তহন বুঝি।

প্রশ্নর্কতা:আর কিভাবে বোঝেন? কারন ছোট বাচ্চা তো বলতে পারেনা।

উত্তরদাতা:বলতে পারেনা। জ্বর আহে মতো ওর শরীরটা গরম হয়। চিক্কার পাড়ে। কান্না করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এইরকম আপনারা হচ্ছে এক সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে এরকম অসুস্থ হয়ছেন, হয়ছে ওর, বাচ্চাটার?

উত্তরদাতা:এক সপ্তাহ হয় নাই। এক মাস আগে জ্বর আইছিল। ঠান্ডা

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কত জ্বর আসছে, কি হয়ছিল তখন , কি করছেন, কোথায় গেছেন, ঔষধ খাওয়ায়ছেন কিনা, এগুলা একটু বলেন তো।

উত্তরদাতা: এই বাজার থেকে ঔষধ কিনে আনছি। আইনা খাওয়াইছি পাঁচ দিন। জ্বরের সিরাপ, ঠান্ডার সিরাপ, পাঁচদিন কিনে এনে খাওয়াইছি। সকাল বিকাল দুপুর তিনবেলা। ১০:০০

প্রশ্নর্কতা:কোন ডাক্তারের কাছে গেছিলেন এখানে, আপনার গ্রামে?

উত্তরদাতা: ডা:৬।

প্রশ্নর্কতা: ডা:৬ এর কাছে। আচ্ছা। আর যখন আপনার, যখনি বাচ্চা অসুস্থ হয়, বা আপনারা নিজেরা অসুস্থ হন, তখন সাথে সাথে কোন ডাক্তারের কাছে যান?

উত্তরদাতা:গেলে এইযে বাজারেই যাই, ডা:৬ এর কাছেই যাই।

প্রশ্নর্কতা: ডা:৬ এর কাছেই যান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:সে কিরকম ডাক্তার? পাস করা ভিজিট দিয়ে দেখাতে হয় এরকম

উত্তরদাতা:তার ভিজিট লাগেনা। এমবিবিএস ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা:ফার্মেসি ডাক্তার?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কি ডাক্তার বললেন? ডা:৬ কিরকম ডাক্তার?

উত্তরদাতা:এমনি ঔষধ বিক্রি করে। ফার্মেসি ডাক্তার। এমনি কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার হারেনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো যখন তাকে, তো এইযে আলমের কাছে যাওয়া, ডা:৬ কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কার থাকে?

উত্তরদাতা:আমিই নিয়ে যাই মেয়ের অসুখ হলে।

প্রশ্নর্কতা:ও। মেয়ের অসুখ হলে

উত্তরদাতা:টাকা দেয় ওর বাপে, আমি নিয়ে যাই।

প্রশ্নর্কতা:আর অন্য পরিবারে অন্য কেউ অসুস্থ হলে

উত্তরদাতা:অন্য কেউ অসুস্থ হলে তাকেও নিয়ে যাই তার কাছে। শ্বশুর শ্বাশুড়ি যদি অসুস্থ হয় তার কাছ থেকে, ঐ ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষধ খাই। আর যদি বড় ধরনের অসুখ হয়, তাহলে পাশের এক শহরে যেয়ে এক্সরে কইরা তারপর ঔষধ খাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, বড় ধরনের অসুখ হলে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো বড় ধরনের অসুখ হয়ছে, এই জিনিসটা বুঝতে পারেন কিভাবে?

উত্তরদাতা:এইযে আমার কোমরে এদিনকা ব্যথা করছে, রাত কইরা কামড়ায়ছে, ঝিলকাইছে, তারপর সারা রাত কান্নাকাটি কইরা তারপর সকালে নিয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে। আমার শ্বশুরে।

প্রশ্নর্কতা:একবারে যখন সহ্য করতে পারতেছেন না

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ঐযে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা তাহলে কার ছিল?

উত্তরদাতা:শ্বশুরে নিয়ে গেছিল আমারে।

প্রশ্নর্কতা: শ্বশুরের ছিল? আচ্ছা। এইযে আপনি ডা:৬ এর কাছে যান আপনারা, বাচ্চা অসুস্থ হলে বা আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে। যেটা বললেন আরকি। আপনারা কেন ঐখানে যান? বাজারে তো আরো অনেক ডাক্তার আছে।

উত্তরদাতা:উনি ভালো আমাগো কাছে। আমাগো ঔষধ দেয়, ভালো হই ঔষধ খেয়ে। তাই উনার কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন কারন আছে তার কাছে যাওয়ার?

উত্তরদাতা:না। এমনি আর কোন কারন নেই।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে কি ডা:৬ এখানে খুব বিখ্যাত? আপনাদের এখানে?

উত্তরদাতা:না। তেমন বিখ্যাতও না। উনার কাছে যাই। টাকা টাকা না থাকলে বাকী কইরা আনবার হারি। পরিচিত আছে আমাগো একটু। উনার কাছে আগে থেকে একটু যাই।

প্রশ্নর্কতা:এজন্য? আর ধরেন হঠাৎ করে আপনাদের বাড়ির কারো জন্য হঠাৎ করে ঔষধের দরকার পড়লো।

উত্তরদাতা:তাহলেও তার কাছে যাই। ডা:৬ এর কাছেই যাই।

প্রশ্নর্কতা:তার কাছেই যান? আচ্ছা। তাহলে কে যায় ঔষধ নিতে?

উত্তরদাতা:আমি যাই। আমার স্বামী যায়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। বেশীরভাগ সময় কে যায়?

উত্তরদাতা:বেশীরভাগ সময় আমিই যাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনিই যান?

উত্তরদাতা:মেয়ে দেখিয়ে ঔষধ আনি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। একবারে মেয়েকে সাথে করে নিয়ে

উত্তরদাতা:ঔষধ আনি।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ আনেন। তো গিয়ে কি বলেন?

উত্তরদাতা:বলি ঠান্ডা লাগছে, জ্বর আইছে। ওর কাশ। ঔষধ দেন। সিরাপ দেন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, এরকম কয়টা ঔষধ দেয় জ্বর ঠান্ডা ইয়ের জন্য?

উত্তরদাতা:তিনটা সিরাপ দেয়।

প্রশ্নর্কতা: তিনটা সিরাপ দেয়। এগুলা দাম কিরকম?

উত্তরদাতা:দাম নেয়। দুই আড়াইশো নেয়।

প্রশ্নর্কতা: দুই আড়াইশো। আচ্ছা। ঐখানে, আচ্ছা, তো উনার কাছে আপনি যে গেছিলেন, সর্বশেষ কবে গেছিলেন? ডা:৬ এর কাছে?

উত্তরদাতা: ডা:এ এর কাছে এইযে পনের দিন আগেও গেছিলাম। আষ্ট দিন আগে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কার জন্য গেছিলেন?

উত্তরদাতা:আমার জন্য গেছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:আপনার জন্য?

উত্তরদাতা:ঐযে কোমরের, হাড়ের ঔষধের লাইগা গেছিলাম। হাড় ক্ষয় গেছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঔষধ নেওয়ার জন্য,যে ঔষধ আপনি পাশের এক শহরের হাসপাতাল থেকে আপনি অর্ধেক আনছেন, আর অর্ধেক আনেন নাই?

উত্তরদাতা:হেই ঔষধের লাইগা গেছিলাম।

প্রশ্নর্কতা:তখন কি প্রেসক্রিপশন দেখানো লাগছে, ঐযে কাগজ, যেটা লিখে দিছিল

উত্তরদাতা:হ্যা, কাগজ দেখায়ে আনছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে কি ঐ দোকানে ডা:৬ এর দোকানে সব ধরনের ঔষধ পাওয়া যায় কি?

উত্তরদাতা: পাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা: পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: (বাইরের কেউ - পাওয়া যায় না।) পাওয়া যায় এমনে আমাগো ঔষধ। (বাইরের - মনে ছোড মোড ঔষধ পাওয়া যায়। আমার ঔষধ পাওয়া যায় না)

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে আপনি বলতেছেন ঐ ডা:৬ এর দোকানে হচ্ছে সব ঔষধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমার ঔষধ সব পাওয়া গেছে।১৫:০০

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে একটু আগে বললেন বাচ্চার জন্য আপনার তিনধরনের সিরাপ নিয়ে আসছেন। তো তিনধরনের সিরাপের মধ্যে, ঐ সিরাপের মধ্যে কি এন্টিবায়োটিক ঔষধ ছিল?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক, না।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক ছিলনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক আপনি জানেন? এন্টিবায়োটিক ঔষধ কোনগুলোকে বলে?

উত্তরদাতা:না। তা জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:তা জানেন না। আচ্ছা। তাহলে আমি একটু সাহায্য করি আপনাকে বুঝতে। এন্টিবায়োটিক ঔষধ কোনটা হতে পারে এটা দেখে হয়তো আপনার মনে হতে পারে। ধরেন আপনার জ্বর হলো। জ্বর হওয়ার পরে আপনাকে ঔষধ দিল। ধরেন নাপা, এরকম, এটা তো চিনেন।

উত্তরদাতা:হ্যা, নাপা চিনি।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। নাপা দিল, ধরেন নাপা এক্সট্রা এটা চিনেন?

উত্তরদাতা:এটাও চিনি।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ধরেন অনেক সময় এটাও দেয় ফাইমক্সিল।

উত্তরদাতা:দেয় তো।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। তো এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ঔষধ। এই ধরনের ঔষধতো আপনি চিনেন?

উত্তরদাতা:চিনি।

প্রশ্নর্কতা:চিনেন? আচ্ছা। এগুলোর দাম সর্ম্পকে আপনার ধারনা আছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কাজ কিরকম হতে পারে, এটা?

উত্তরদাতা:তাও জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কিন্তু আপনি জানেন যে, এই ধরনের ঔষধ দেয়?

উত্তরদাতা:দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো বাচ্চাদেরও হচ্ছে এরকম, এটাকে এন্টিবায়োটিক ঔষধ বলে আর আপনার হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ঔষধ যখন দেয়, তখন হচ্ছে ধরেন বললো আপনাকে। আপনার জ্বর হলো বা ডায়রিয়া হলো। কিছু একটা হওয়ার পরে ডাক্তার আপনাকে কিভাবে দিল ঔষধটা। ঔষধটা দিল হচ্ছে যে বললো যে পাঁচ থেকে সাত দিনের জন্য খাবেন।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:খাওয়ার পরে দিনে দুইটা করে খাবেন অথবা দিনে একটা করে খাবেন।

উত্তরদাতা:সকালে একটা বিকালে দুপুরে একটা। তিনবেলা তিনটা।

প্রশ্নর্কতা:এরকম বলে। ঐটা তিনবেলায় তিনটা একটা বলে। এগুলো এই ধরনের ঔষধগুলো দেওয়ার সময় বলে হচ্ছে দিনে একবার খাবেন অথবা দিনে দুইবার খাবেন। এরকম বলে?

উত্তরদাতা:বলে তো।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। তো এইযে বাচ্চার আপনি তিনটা ঔষধ নিয়ে আসছিলেন, এরমধ্যে বাচ্চাদের হচ্ছে সিরাপ দেয়।

উত্তরদাতা:হ্যা, সিরাপ দেয়।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ঔষধের হচ্ছে ধরেন বড়দের হচ্ছে এরকম ক্যাপসুল দেয়, ছোটদের হচ্ছে সিরাপ দেয়। তো ঐ সিরাপের মধ্যে কি এরকম কিছু ছিল কিনা, পাঁচদিন থেকে সাতদিন খায়তে হবে। তারপর হচ্ছে আপনার দিনে একবার করে খায়তে হবে বা দিনে দুইবার করে খায়তে হবে, এরকম কোন সিরাপ ছিল কিনা?

উত্তরদাতা:আছে। দিনে দুইবারও খাওয়াইছি। আবার একটা তিনবেলা খাওয়াইছি জ্বরেরটা। ধরো, জ্বরের ঔষধ, ঐটা তিনবেলা খাওয়াইছি। ঠান্ডার টা সকাল আর বিকাল খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:আর বললেন তিনটা দিছে। আর একটা কি দিছে?

উত্তরদাতা:ঐতো ঠান্ডা, কাশ দুইটারটা খাওয়াইছি সকাল বিকাল দুইবেলা।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:আর যেটা জ্বরের লাইগা, এটা খাওয়াইছি তিনবেলা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে কয় ধরনের সিরাপ দিছে?

উত্তরদাতা:তিনটা দিছে, তিন ধরনের।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে বলতেছেন আপনি তিনটা দিছে

উত্তরদাতা:দুইটা দুইবেলা খায়ছে আর একটা খাওয়াইছি তিনবেলা। সকাল বিকাল দুপুর।

প্রশ্নর্কতা:দুইটা হচ্ছে দুই বেলা করে আর একটা হচ্ছে তিনবেলা।

উত্তরদাতা:তিনবেলা।

প্রশ্নর্কতা:তো এর মধ্যে কোনটাই কি এরকম পাওয়ারের ঔষধ বলে কিছু ছিল কিনা এরমধ্যে?

উত্তরদাতা:এটা তো আমরা বুঝিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন কি আপনার কাছে ঐ প্যাকেটগুলো আছে বা বোতলগুলো আছে?

উত্তরদাতা:বোতল, দেখি (বাইরের কারো সাথে কথা বললেন) আমারডি সবডি আছে। ওরডি মনে হয় ফেলাই দিই। খাওয়াইয়া ফেলাই দিই।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। ওরটা নাই, না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি এরকম কি মনে করতে পারেন না যে এরকম পাওয়ারের কোন ঔষধ আপনার বাচ্চাকে দিছিল কিনা? এন্টিবায়োটিক যেটাকে বলে। ডাক্তার হয়তো আপনাকে বলছিল এটা এন্টিবায়োটিক বা পাওয়ারের ঔষধ যেটা। এইযে যেটা আমি দেখাইলাম আপনাকে যে এরকম। আপনার নিজের জন্য বা আপনার স্বামীর জন্য ধরেন

উত্তরদাতা:দেয় তো। পাওয়ারের ঔষধ তো দেয়ই।

প্রশ্নর্কতা:পাওয়ারের ঔষধ দেয়, না?

উত্তরদাতা:হ্যা, দেয়।

প্রশ্নর্কতা:তো পাওয়ারের ঔষধের কাজটা কি এটা একটু বলেন।

উত্তরদাতা:পাওয়ারের ঔষধ খেলে তাড়াতাড়ি সেরে যায়গা অসুখ আমার।

প্রশ্নর্কতা:তো ডাক্তাররা তাহলে পাওয়ারের ঔষধ কেন দেয়?

উত্তরদাতা:ঔষধ দেয় পাওয়ারের, তা জানি আমার বিষ বেশী। অহন বেশী পাওয়ারেরটা খায়লে তাড়াতাড়ি কমবো। আর কম পাওয়ারেরটা খায়লে আস্তে আস্তে কমবো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এজন্য হচ্ছে তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য আপনাকে ইয়ে দেয়। পাওয়ারের ঔষধ দিয়ে দেয়। আর পাওয়ারের ঔষধ

উত্তরদাতা:আমার এইযে কোমরে হাড় ক্ষয়ের লাইগা ঔষধ দিছে পাঁচটা। পাঁচটা চাটকি একশো টাকা।

প্রশ্নর্কতা:পাঁচ

উত্তরদাতা:এক মাস ঔষধ খায়লে ছয়শো টাকা লাগে। দিনে একটা করে খাই, দুপুরে। দিনে লাগে, একটার দামই বিশ টাকা। পাঁচটা আনছে একশো টাকা দিয়ে। আবার পাঁচটা পাঁচদিন খেয়ে আবার আনার হারলে খামু, না আনার হারলে আর খামুনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আবার বাদ দিমু। আবার এনে দিলে খামু।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এগুলো পাওয়ারের ঔষধ?

উত্তরদাতা:হ্যা, পাওয়ারের।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে তো আপনি এন্টিবায়োটিক খাচ্ছেন।

উত্তরদাতা:খাই।

প্রশ্নর্কতা:এটা বলা যায়। না?২০:০০

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক হয়তো নামে চিনেন না কিন্তু পাওয়ারের ঔষধতো আপনি জানেন।

উত্তরদাতা:হ্যা, পাওয়ারের ঔষধ তো আপনি জানেন?

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনার কি মনে হচ্ছে মানে আপনি নিজে খাচ্ছেন হয়ে তা বাচ্চাকে কোন এক সময় খাওয়াইছিলেনও এরকম পাওয়ারের ঔষধ বা বাড়ির অন্য কেউ খাওয়াইছে। সবকিছু মিলে এন্টিবায়োটিক যে ঔষধগুলো, এই পাওয়ারের যে ঔষধগুলো আরকি। এগুলোর মধ্যে কোনটাকে আপনার ভালো মনে হয়?

উত্তরদাতা:ঔষধ খেয়ে আমার এহন ব্যথা কমছে।

প্রশ্নর্কতা: ব্যথা কমছে?

উত্তরদাতা:কমছে।

প্রশ্নর্কতা:তো ঔষধ, টাকা তো বেশী লাগতেছে বললেনঐগুলো খায়তে গেলে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এখন টাকার সাথে আপনার ঔষধ খাওয়ার কাজের মানে ঔষধ যেজন্য খাচ্ছেন, অসুখের জন্য এবং টাকাও বেশী লাগতেছে। সবকিছু মিলে আপনার কি মনে হচ্ছে?

উত্তরদাতা:টাকা বেশী লাগলে কি করুম, আমার তো এহন অসুখ ভালো হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। খুশি লাগতেছে কিনা মনের মধ্যে?

উত্তরদাতা:খুশিই লাগে অসুখ ভালো হলে। টাকা যাক, তাও আমার অসুখ ভালো হোক, রোগ ভালো হোক।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এন্টিবায়োটিক তাহলে কি আপনার কি মনে হচ্ছে কিভাবে কাজ করে এটা শরীরের মধ্যে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ভালো কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা: ভালো কাজ করে, না?

উত্তরদাতা: শরীরের মধ্যে। মানে আমি এহন ব্যথায় উঠবার হারিনা। ঐটা খায়লে কিছুক্ষন পরেই, দশ বিশ মিনিট পরেই আমার ব্যথা কমে যায়গা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ভালোই কাজ করে মনে হচ্ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। ভালো কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:তো এরকম বাচ্চাকে কি কখনো এরকম এন্টিবায়োটিক খাওয়ানো হয়ছে?

উত্তরদাতা:খাওয়াইছি দামী ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা, ঐযে দামী এবয় পাওয়ারের ঔষধ, ঐটা খাওয়াইছেন, না?

উত্তরদাতা:খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা:তখন আপনার বাচ্চার কি, কেমন কাজ করছিল? শরীরে

উত্তরদাতা:প্রথম যখন খাওয়াইছি তখন লগে লগে ঠান্ডা ঠান্ডা কমে গেছেগা। দুই একদিনের মধ্যে। কম দামী খাওয়াইছি, এক সপ্তাহ, পনের দিন পরে হারছে। আর যে দামীটা খাওয়াইছি, হেমনে হয়লো চার দিন পাঁচদিন এর আগেই হেরে গেছেগা।

প্রশ্নর্কতা:ভালোই তো সারলে। আপনার কি মনে হচ্ছে তাহলে? আপনি কি ঐ দামী ঔষধটাকে, পাওয়ারের ঔষধটাকে বেশী প্রাধান্য দিবেন নাকি যেটা এক সপ্তাহ ধরে কম দামী খাওয়াইছেন ঐটাকে?

উত্তরদাতা:বেশী দামীটাই খাওয়ামু।

প্রশ্নর্কতা:বেশী দামীটাই?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে ঐ ঔষধ খেয়ে বলতেছেন আপনি নিজেও সুস্থ হয়ছেন, আপনার বাচ্চাও এন্টিবায়োটিক ঔষধ খেয়ে সুস্থ হয়ছে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার ইয়ের মধ্যে একটু আমাকে দেখায়য়েন, এখন তো রান্না করতেছেন। ইয়া আপনার বাড়িতে কি কি ধরনের ঔষধ আছে আরকি। ঔষধ রাখা, আপনার নিজের

উত্তরদাতা:আমরা খেয়ে ঔষধ খাপ ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:আপনার নিজের ঔষধগুলো আছে না?

উত্তরদাতা:আছে। আমার নিজের ঔষধ আছে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। নিজের ঔষধগুলো বা পরিবারের মধ্যে রেখে দিছেন এরকম কোন ঔষধ থাকলে

উত্তরদাতা:ঐডার খাপ দেহিয়ে আবার আইনা খামু।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে ঐগুলো রেখে দিছেন। আমাকে একটু দেখায়য়েন। একটু পরে। এখন রান্না করতেছেন। আর একটু পরে দেখায়য়েন। তো আপনার আপা এটা একটু বলেন, এইযে ঔষধের মধ্যে অনেক সময় বলে মেয়াদোর্ত্তীনের তারিখ বলে।

উত্তরদাতা মেয়াদ আমরা চিনিনা।

প্রশ্নর্কতা:চিনেন না?

উত্তরদাতা:শিক্ষিত না তো আমি।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:মেয়াদ চিনিনা। ডাক্তারের কাছ থেকে আনি। ডাক্তারে যা দেয়, তাই খালি খাই। তারে বলি, মেয়াদ আছে নাকি, দেখে দিয়েন।

প্রশ্নর্কতা:বলেন ঐটা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:নেওয়ার সময়?

উত্তরদাতা:মেয়াদ আছে নি, ডেট আছে নি, ডেট গেলেগা ডেট ছাড়া ঔষধ দিয়েন না।

প্রশ্নর্কতা:তখন কি বলে ডাক্তার?

উত্তরদাতা:কয়, আছে। খান আপনি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আপনি এটা কেন বলেন যে, ডেট ছাড়া ঔষধ দিবেন না।

উত্তরদাতা: ডেট ছাড়া ঔষধ, ডেট ছাড়া খায়লে তো ঔষধ ইয়া হয় বলে, বিষ হয় বলে ঔষধ। এটা খেয়ে মানুষ মারা যায়।

প্রশ্নর্কতা:বিষ হয় বলতে অসুখটাকে কি বোঝাচ্ছেন?

উত্তরদাতা:বাড়ে অসুখ।

প্রশ্নর্কতা:অসুখ বাড়ে আবার। আচ্ছা। এটা কি কোথায় শুনছেন আপনি?

উত্তরদাতা:লোকের কাছে শুনছি।

প্রশ্নর্কতা:লোকের কাছে শুনছেন। তার মানে আপনি মেয়াদোর্ত্তীনের যে ঔষধের মধ্যেমেয়াদোর্ত্তীনের তারিখ যে থাকে এটা সর্ম্পকে আপনি জানেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। জানি।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার কখনো কি এরকম মনে হয়ছে, এইযে এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো খেয়ে আমাদের মানুষের শরীরে কি কখনো ক্ষতি হতে পারে কিনা?

উত্তরদাতা: (নীরব রইলেন)

প্রশ্নর্কতা: ক্ষতি হতে পারে কিনা?

উত্তরদাতা: ক্ষতি তো হবেই। মেয়াদ ছাড়া ঔষধ খেলে ক্ষতি হবে না?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐটাতো মেয়াদ ছাড়া, হ্যা। কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে?

উত্তরদাতা:আমি অহন একটা ব্যথার চাটকি খেলাম, ঐটার ডেট নাই। মেয়াদ নাই। এটা খেলে তো আমার ব্যথা আরো বেড়ে যায় তাহলে আমার ক্ষতি না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ব্যথা আরো বাড়বে। তার মানে হচ্ছে আপনি বলতে চাচ্ছেন এটা ঠিক আছে কিনা, একটু ইয়ে করে নিই আপনার সাথে। যে আপনি বলতেছেন যদি আমি মেয়াদোর্ত্তীনের ঔষধটা খেয়ে ফেলি, তাহলে আমার অসুস্থতা আরো বাড়বে। এটাই তো বলতে চাচ্ছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা, বাড়বে।২৫:০০

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আমি বলতে চাচ্ছি যে আরেকটা, এইযে এন্টিবায়োটিক ঔষধগুলো, ঔষধ খাওয়ার পরে কখনো কি আপনার মনে হয়ছে এগুলো মানুষের ক্ষতি করতে পারে? সমস্যা হতে পারে এন্টিবায়োটিক ঔষধ খাওয়ার ফলে, ঐযে পাওয়ারের ঔষধ খাওয়ার ফলে?

উত্তরদাতা:পাওয়ারের ঔষধগুলা খাওয়ার পরে খারাপ হয়বো না, ভালো হয়বো আরো।

প্রশ্নর্কতা:ভালো হবে?

উত্তরদাতা:ভালো হবে।

প্রশ্নর্কতা:কি ধরনের ভালো হবে?

উত্তরদাতা: আমি যদি এহন একটা খাই,তাহলে দামী দেইখা একটা টেবলেট খাইলাম বিশ টাকা দিয়া। তাহলে কিছুক্ষন পরে আমার বিষটা কমে যায়বোগা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা আপনার উপকার।

উত্তরদাতা:হ্যা, এটাই আমার উপকার। আর আমি কম দামীটা খাইলাম পাওয়ার ছাড়াটা। তাহলে আমার এক সপ্তাহে হারলোনা। তাহলে আমি কষ্টই করলাম। ব্যথা আমার করলোই। তাহলে খেয়ে আমার লাভ কি?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এন্টিবায়োটিক ঐযে পাওয়ারের ঔষধ খাওয়াই ভালো?

উত্তরদাতা:হ্যা, ভালো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর আপনার কি মনে হচ্ছে এটা কোন সমস্যা সৃষ্টি করে কিনা মানুষের শরীরে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক, পাওয়ারের ঔষধগুলো খাওয়ার ফলে মানে কোন ধরনের সমস্যা হয় কিনা?

উত্তরদাতা:না। কোন সমস্যা হয়না। ভালো হয় আরো।

প্রশ্নর্কতা:ভালো হয়? ধরেন শারীরিক অন্য কোন সমস্যা হয় কিনা? ঐ অসুখটা তো ভালো হয়, এটা বলছেন। এটা ছাড়া আর পার্শ্ববর্তী কোন সমস্যা হয় কিনা?

উত্তরদাতা:আর কোন সমস্যা হয়না। না , আমি খায়লাম ব্যথার লাইগা এন্টিবায়োটিক। ব্যথা আমার কমে গেলগা। আর কোন সমস্যা আমার হয়না তো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কারো কাছে শুনছেন কিনা এরকম পাওয়ারের ঔষধ খাওয়ার ফলে শরীরে আর একটু অন্যরকম সমস্যা দেখা দিছে?

উত্তরদাতা:না। আমি কারো কাছে শুনি নাই।

প্রশ্নর্কতা:এরকম শুনেন নাই? না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা একটু জানতে চাই যে আপনার তো গরু আছে দুইটা বলছিলেন। কবুতর আছে, হাঁসমুরগি আছে।

উত্তরদাতা:আছে তো।

প্রশ্নর্কতা:এগুলো তো মানুষের মতো এরাও প্রানী। এদেওর অসুখ হয়।

উত্তরদাতা:এগুলারেও ঔষধ এনে খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা:এগুলাকেও ঔষধ এনে খাওয়ান, না?

উত্তরদাতা:কবুতররে ঔষধ এনে খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা: কবুতররে ঔষধ এনে খাওয়ান?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কার কাছ থেকে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা:ঐ ডা:৬ এর কাছ থেকে আনি।

প্রশ্নর্কতা: ডা:৬ কি পশুরও, প্রানীরও ঔষধ দেয়?

উত্তরদাতা:এগুলোও দেয়। পশুপ্রানীর দেয়। আবার গরুরটা দেয়না।

প্রশ্নর্কতা: গরুরটা দেয়না। শুধু হচ্ছে

উত্তরদাতা:মুরগিরটা আর কবুতরেরটা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপনি বলতেছেন ডা:৬ হচ্ছে এই কবুতর, হাঁসমুরগির আর হচ্ছে কিন্তু গরুর ঔষধ দেয়না। তাহলে গরুর ঔষধ লাগলে কোথা থেকে ইয়ে করেন?

উত্তরদাতা:ইয়ে বাজারে ডা:২০।

প্রশ্নর্কতা: ডা:২০ এর কাছ থেকে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনার কখনো এরকম লাগছিল আপনার গরু বা হাঁসমুরগি এগুলোর জন্য?

উত্তরদাতা:গরুর লাইগা ঔষধ, ডাক্তার আনি। বাড়িতে এনে ইনজেকশন করে, ঔষধ দিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সর্বশেষ কবে দিছিলেন এরকম?

উত্তরদাতা:এইযে তা ছয়মাস হয়বো।

প্রশ্নর্কতা:ছয়মাস হলো। কোনটা, গরুর জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা, গরুর জন্য। আর কবুতররে এক সপ্তাহ পরপরই খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা: এক সপ্তাহ পরপর?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কি ধরনের ঔষধ খাওয়ান ঐটা?

উত্তরদাতা:কবুতররে খাওয়াই ডপ। ডপ আইনা চাউল দিয়া অথবা ভাত দিয়া মিক্সার কইরা ছিটে দিই। খায়য়া হেলায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা কয়বার দেওয়া লাগে ড্রপটা?

উত্তরদাতা:ড্রপটা তিনদিন খাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:তিনদিন?

উত্তরদাতা:তিনফোঁটা কইরা দিয়া চাউল দিয়া অথবা ভাত দিয়া গইড়াইয়া তিনদিন দিই।

প্রশ্নর্কতা:তিনদিন? দিনে একবার?

উত্তরদাতা:হ্যা। দিনে একবার প্রতিদিন সকালে দিই।

প্রশ্নর্কতা:সকালে? আচ্ছা। আর মুরগি হাঁসের জন্য?

উত্তরদাতা:এগুলাই খাওয়াই। কবুতরেরটা হাঁসমুরগি খায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে কি দুইটাই এক কাজ করে?

উত্তরদাতা:দুইটারেই খাওয়াই।

প্রশ্নর্কতা:কিজন্য খাওয়ান এটা? এইযে প্রতি সপ্তাহে

উত্তরদাতা:কবুতরে ইয়ে করে, অসুখ হয়।

প্রশ্নর্কতা:কি ধরনের অসুখ মানে গিয়ে আপনি কি বলেন ডা:৬ এর কাছে?

উত্তরদাতা:কই আমাগো ঐযে কবুতরে অসুখ হয়ছে। হাটবার হারেনা। তো ঝুম ধইরা থাকে। বলি মতো হেই ডপটা দেয়। এটা দিলে চাউল দিয়া মিক্সার কইরা খাওয়াই দিই। কবুতর ভালো হয়ে যায়। হাটবার হারে। ঝুম ধইরা থাকেনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কবুতর কয়টা আছে আপনার?

উত্তরদাতা:কবুতর আছে মনে হয় দশটা।

প্রশ্নর্কতা:দশটা আছে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর এইযে বললেন, মুরগিরেও খাওয়ান। হাঁসমুরগি, হাঁসমুরগিকে কতদিন পরপর খাওয়ান এবং কেন খাওয়ান?

উত্তরদাতা:খাওয়াই হাঁসমুরগির অসুখ হয়।

প্রশ্নর্কতা:কি ধরনের অসুখ একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: হাঁসমুরগি মারা যায়। এক লাইনা ঐযে উলা ধইরা উলা ধইরা থাকে। তারপর খায়না, আধার খায়না। তারপর খালি মইরা যায়গা। জবেহ কইরা খাই কত তারপর কতডিরে ঔষধ আইনা খাওয়াই মতো আাবার ভালো হয়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে সর্বশেষ কবে ঔষধ খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:হাঁসমুরগির ঔসধ খাওয়াইছি মনে হয় পঁচিশ দিন মনে হয়।

প্রশ্নর্কতা:পঁচিশ দিন? ঐ এক মাসের মতো।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো তখন ঐরকম ঝিম ধরে থাকে ঐটা বললেন। তখন কি হয়ছিল পঁচিশ দিন আগে?

উত্তরদাতা:পঁচিশ দিন আগে মুরগির বাচ্চা দুইটা মারা গেছে। আর দুই তিনটা ঝুম ধইরা রয়লো মুরগি। তারপর জবেহ কইরা খায়য়া হেলাইছি। তারপর আবার আরডিরে ঔষধ আইনা খাওয়াইছি মতো ভালো হয়ে গেছে।৩০:০০

প্রশ্নর্কতা:ঐ কি ঔষধ খাওয়ায়ছেন, ঐ ড্রপটা নাকি অন্য কোন ঔষধ?

উত্তরদাতা:ডপও দিছে আবার এমনি চাটকি দিছে?

প্রশ্নর্কতা:কি?

উত্তরদাতা:নাম জানিনা তো।

প্রশ্নর্কতা:আর একটা কি বললেন?

উত্তরদাতা:এমনি চাটকি দিছে টেবলেট।

প্রশ্নর্কতা:টেবলেট দিছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঐগুলো কিবড় নাকি ছোট?

উত্তরদাতা:ছোট ছোট।

প্রশ্নর্কতা:ছোট ছোট?

উত্তরদাতা:ছোটও না তেমন বড়ও না। মাঝারী সাইজ।

প্রশ্নর্কতা: মাঝারী সাইজের। আচ্ছা। তো ঐগুলো কিভাবে খাওয়ায়ছেন মুরগিরে?

উত্তরদাতা:টেবলেটগুলো ইয়ে করছি। ফাকি করছি। ফাকি কইরা ঐ ডপ দিয়া আর টেবলেট দিয়া একসাথে কইরা চাউল দিয়া আউলাইয়া তারপর ছিটাইয়া দিছি। খায়ছে।

প্রশ্নর্কতা:এরপরে কি ভালো হয়ছে?

উত্তরদাতা:ভালো হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:এটা একটু বলেন তো যে ওদের কি কখনো এন্টিবায়োটিক খাওয়ায়ছেন কিনা মানে পাওয়ারের ঔষধগুলা যেটা আমরা এন্টিবায়োটিক বলি

উত্তরদাতা:পাওয়ারের তো এনে খাওয়াইছি। একটা ডপের দাম বিশ টাকা। পঁচিশ টাকা। তারপরে টেবলেটগুলো দাম নিছে বিশ টাকা। দুইটা মিলায় এনে খাওয়াইছি তিনটা টেবলেট দিছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কয়দিনের জন্য?

উত্তরদাতা:তিনদিন খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: তিনদিন খাওয়ায়ছেন। কিন্তু ডাক্তার কিভাবে খাওয়াতে বলছে?

উত্তরদাতা:ডাক্তার ঐযে ঔষধগুলো ফাকি কইরা তারপর চাউল দিয়ে আউলাইয়া খাওয়াইবার কয়ছে গড়াইয়া।

প্রশ্নর্কতা:দিনে কয়বার?

উত্তরদাতা:দিনে একবার খাওয়াইবার কয়ছে। প্রতিদিন সকালে।

প্রশ্নর্কতা:তিনদিনের দিছিল।

উত্তরদাতা:হ্যা। তিনদিন তিনটা খাওয়াইছি চাটকি, টেবলেট।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে ঐগুলো কি পাওয়ারের ঔষধ ছিল?

উত্তরদাতা:ওগুলো পাওয়ারের।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এরকম কি গরুর কখনো খাওয়াইছিলেন আপনি? ঐযে বলছিলেন ইনজেকশন দিছিলেন ছয়মাস আগে।

উত্তরদাতা:হ্যা। গরুরে ছয়মাস আগে না কিজানি হয়ছিল ঐ লালটার। তারপর ইনজেকশন দিছিল। ডাক্তার আইয়া ঔষধ দিয়া গেছিল।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ডাক্তার কি বাড়িতে আসছিল?

উত্তরদাতা: বাড়িতে আসছিল।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে আপনি তাকে খবর দিলেন একটু বলবেন বিস্তারিত।

উত্তরদাতা:তার কাছে গেছে। তার কাছে আমার শ্বশুর আব্বাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। যেয়ে ডাক্তার নিয়ে আইছে। আইনা ইনজেকশন করছে। ঔষধ দিয়া গেছে। খাওয়ার ঔষধ। তারপর খাওয়াইছি তিন বেলা ঔষধ। আবার ইনজেকশন করছে তিনটা। তারপর ভালো হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:তিনটা ইনজেকশন দিতে হয়ছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। তিনটা ইনজেকশন দিছে একসাথে।

প্রশ্নর্কতা:একসাথে? নাকি?

উত্তরদাতা:একটার পর একটা, একটার পর একটা। তিনটা তিন সময়ে দিছে।

প্রশ্নর্কতা:তিন সময়ে, একদিনে, নাকি তিনদিনে?

উত্তরদাতা:একদিনেই দিছে।

প্রশ্নর্কতা:একদিনে। কতক্ষন পরপর দিছে?

উত্তরদাতা:পাঁচ মিনিট পরপর, তিন চার মিনিট পরপর দিছে।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। যখনই আসছিল, তখনই তিনটা দিয়ে দিছে।

উত্তরদাতা:তখনই দিয়ে দিছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কি হয়ছিল বলে নাই, কি রোগ হয়ছে? গরুর?

উত্তরদাতা:গরুর জ্বর আসছিল।

প্রশ্নর্কতা: জ্বর আসছিল।

উত্তরদাতা:ঠান্ডা লাগছিল।

প্রশ্নর্কতা: ঠান্ডা লাগছিল।

উত্তরদাতা:মুখে রুচি নাই। তার লাইগা স্যালাইন দিয়ে গেছিল।

প্রশ্নর্কতা:স্যালাইনও দিছে?

উত্তরদাতা:সের পাড়ছে গরু। পাতলা পায়খানা হয়ছিল গরুর।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তয় আবার স্যালাইন দিছে।

প্রশ্নর্কতা:গরুরেও স্যালাইন দেয়?

উত্তরদাতা:হ্যা। গরুরেও স্যালাইন দেয়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে গরুরে স্যালাইন দিলে গরু কেমনে থাকে একটু বলেন তো আমাকে। কখনো দেখি নাই।

উত্তরদাতা:স্যালাইন গরুরে বালতিতে পানিতে গুলে খাওয়ায়।

প্রশ্নর্কতা:ও, আচ্ছা।

উত্তরদাতা: --৩৩:২৬-- দেয়না? ওগুলা --- পানির সাথে না?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:পানির সাথে মিক্সার কইরা তারপর গরুরে খাওয়ায়।

প্রশ্নর্কতা:ও, আচ্ছা।

উত্তরদাতা:গরু তাই চুমুক দিয়ে খায়।

প্রশ্নর্কতা:গরুকে কি এই ঔষধ খাওয়াতে সুবিধা নাকি অসুবিধা, একটু বলেন তো। আমি তো কখনো দেখি নাই।

উত্তরদাতা:ঔষধ খাওয়াতে, ইয়ে করে খাওয়ায়বো। কলা পাতার মধ্যে টেবলেটগুলো ভইরা তারপর গলার দিয়ে ঢাকিয়া খাওয়ায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো কষ্টই আছে।

উত্তরদাতা:কষ্টই তো।

প্রশ্নর্কতা:তো ঐগুলো কি আপনার কি মনে হয়? ঐগুলো কি পাওয়ারের ঔষধ ছিল?

উত্তরদাতা:পাওয়ারের তো। এক হাজার টাকা নেয়। ঔষধ দেয়। ইনজেকশন দিছে এক হাজার টাকা নিছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তিনটা ইনজেকশন এক হাজার টাকা। আর ঔষধগুলো?

উত্তরদাতা:ঔষধ আর ইনজেকশন সব মিলে এক হাজার টাকা নিছে।

প্রশ্নর্কতা:সব মিলে? সে কি বাড়িতে আসছে এজন্য তাকে টাকা দেওয়া লাগে? ডা:২০কে?

উত্তরদাতা:না। বাজারেই বাড়ি। আমাগো তো বাড়ির কাছেই ডাক্তার। নিয়া যাওন লাগে। তা অবার গরু হাটঁতে পারলোনা। তাই আবার ভিতরে আনছি। হাটবার পারেনা তো।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে তো অনেক অসুস্থ হয়ে গেছিল। বললেন তো পাতলা পায়খানা হয়ছিল, না? জ্বর হয়ছে, সর্দি হয়ছে। তার মানে তো ধরেন কতদিনের ঔষধ দিছিল যে ঔষধ বললেন তিনদিন না কতদিন বললেন। কত বড় কত বড় ছিল?

উত্তরদাতা:পাঁচ দিন খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: পাঁচ দিন খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে খাওয়াতে বলছিল আর ঔষধগুলো কত বড় ছিল?

উত্তরদাতা:এতটুক চাটকি, টেবলেটগুলো দিগলা দিগলা

প্রশ্নর্কতা:গোল?

উত্তরদাতা:দিগলা। ক্যাপসুলের মতো।

প্রশ্নর্কতা: ক্যাপসুলের মতো?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এত বড় বড়।

উত্তরদাতা:হ্যা। কলাপাতার ভিতরে ভইরা তারপর কলাপাতা প্যাঁচায়য়া গলার ভিতর হাদায় দিছে হাত দিয়ে।

প্রশ্নর্কতা:একটা ঔষধ?

উত্তরদাতা:একটা।

প্রশ্নর্কতা:দিনে কয়টা করে খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:দিনে দুই বেলা খাওয়াইছি সকাল বিকাল।৩৫:০০

প্রশ্নর্কতা:কতক্ষন পরপর খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:সকালে খাওয়াইছি একটা আবার বিকালে একটা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে ঐটা একটু বলেন ঐ ঔষধ খাওয়ানোর পরে সুস্থ হয়ে গেছিল কিনা গরু?

উত্তরদাতা:হ্যা গরু সুস্থ হয়েছিল।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ঐগুলোর দামে এবং খাওয়ানোর পরে আপনার কেমন লাগছে, গরুকে যে

উত্তরদাতা:গরু ভালো হয়ে গেছে অহন। গরুর স্বাস্থ্যও ভালো হয়ছে। গরু সব কিছু খাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে ঔষধের কি মেয়াদ আছে কি নাই এই বিষয়গুলো আপনি জানেন?

উত্তরদাতা:ডাক্তাররে কইছি ডেট আছে নাকি দেখে দিয়েন। এটা বইলা আনছি। কইলো, আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি জানেন এবং বলে দিছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনি দেখতে না পারলেও উনাদেরকে বলে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কি কখনো মনে হয়ছে যে এই ঔষধগুলো নিতে গেলে ডাক্তারের কাছ থেকে বা কবুতরের জন্য নিলেন বা ইয়ের জন্য নিলেন, গরুর জন্য বা ধরেন হাঁসমুরগির জন্য যে ঔষধগুলো আনেন, এই ঔষঘগুলো আনতে গেলে কি কোন লিখিত কোন কাগজ দরকার হয়?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:দরকার হয়না। আচ্ছা। এইযে ইয়া, ঔষধকে, পশুকে এন্টিবায়োটিক দিছে মানে পাওয়ারের ঔষধ দিছে। পাওয়ারের ঔষধ দেয়ার ফলে ওদের কি কোন ক্ষতি হতে পারে কিনা?

উত্তরদাতা:ক্ষতি হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা:হয় নাই? কোন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করছে কিনা?

উত্তরদাতা:কোন সমস্যা হয় নাই। এমনে কোন ক্ষতিও হয় নাই। ভালো হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা: ভালো হয়ে গেছে। আচ্ছা। এগুলো হচ্ছে আপনি বললেন, আপনার ঔষধ, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এতো অনেক ধরনের ঔষধ দেখি আপা আপনার?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:কয়টা খেতে হয়? সার্জিল এটা। সার্জিল

উত্তরদাতা:সকাল বিকাল দুই বেলা, খাওয়ার আগে।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে সকাল বিকাল দুইটা খাওয়ার আগে?

উত্তরদাতা:হ্যা। সকালে একটা খাই, বিকালে একতটা খাই। খাওয়া আগে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। সময় বলে দিছে কতক্ষন পরপর খেতে হবে?

উত্তরদাতা:না। খাবার আগে খালি খায়তে বলছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। খাওয়ার মানে কতক্ষন আগে এগুলো বলে নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এখানে আছে চারটা। এটা কোন ইয়ার, কোন কোম্পানির, হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানি। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: কোন কোম্পানির, আপা আমি জানিনা।

প্রশ্নর্কতা:বিশ মিলিগ্রাম। এখানে আপনার আছে হচ্ছে, এখানে রাখলাম, এখানে?

উত্তরদাতা:রাখেন।

প্রশ্নর্কতা:আর এটা, এগুলা কি সব আপনার?

উত্তরদাতা:সবডি আমার। এটার দাম পাঁচটা একশো টাকা নিছে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কত বলছেন?

উত্তরদাতা: পাঁচটা একশো টাকা দিয়ে আনছি।

প্রশ্নর্কতা: পাঁচটা একশো টাকা, এটা হচ্ছে, ঔষধের নাম হচ্ছে, ক্যালসিয়াম, না, টি ক্যাল ডি। টি ক্যাল ডি টেবলেট। এটা হচ্ছে মেরিডিয়ান মেডিকেয়ার লিমিটেড। কোথাও তো মেয়াদের সময়, তারিখ দেখিনা। এটা কিজন্য?

উত্তরদাতা:এটা ঐযে আমার হাড় ক্ষয় হয়ছে, তাই দিছে।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা। সব একসাথেই?

উত্তরদাতা:আর একটা আছে ইনফেকশনের লাইগা।

প্রশ্নর্কতা: ইনফেকশনের জন্য, না? আর এটা হচ্ছে ক্যালসি ম্যাক ডি। ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ক্যালসিয়ামের জন্য। এটা কতক্ষন মানে দিনে কয়টা করে খেতে হয়?

উত্তরদাতা:প্রতিদিন একটা করে বিকালে, রাতে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর এই দামী ঔষধটা, যেটা টি ক্যাল ডি, টি ক্যাল ডি এটা আপনার দিনে কয়টা করে খেতে হয়?

উত্তরদাতা:প্রতিদিন দুপুরে একটা করে। দিনে একটা করে।

প্রশ্নর্কতা: দিনে একটা করে। কয়দিন খেতে বলছে?

উত্তরদাতা:একমাস।

প্রশ্নর্কতা:একমাস। অরর এটা হচ্ছে আপনার রেনিটিডিন। রেনিটিডিন, এটা কিজন্য?

উত্তরদাতা:গ্যাষ্ট্রিকের।

প্রশ্নর্কতা:এটা গ্যাষ্ট্রিকের? এটা কি আপনার?

উত্তরদাতা:আমার স্বামীর।৪৫:০০

প্রশ্নর্কতা:আপনার স্বামীর। রেনিটিডিন, এটা হচ্ছে কোয়ালিটি ফার্মাসিউটিকেল লিমিটেড। আর এগুলো কি? আরো আছে? এটা তো একই। এটা কি রাখছেন?

উত্তরদাতা:ঐটাও আমারই।

প্রশ্নর্কতা:ঐটাও আপনার? ন্যাপ্রিন, ন্যাপ্রিন, পাঁচশো মিলিগ্রাম। এটা কি জন্য?

উত্তরদাতা:এটা ঐযে কোমরের লাইগা দিছে। ছয়টা দিছে।

প্রশ্নর্কতা:এরকম? এখানে তো দেখি দশটা।

উত্তরদাতা:দশটা। ছয় পদের ঔষধ দিছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এগুলো কতদিন পরপর কিভাবে খেতে হবে বলছে?

উত্তরদাতা:সকাল বিকাল দুইবেলা খাইছি।

প্রশ্নর্কতা: সকাল বিকাল দুইবেলা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর? কতদিন?

উত্তরদাতা:আরো ঔষধ আছে।

প্রশ্নর্কতা:কতদিন?

উত্তরদাতা:পনের দিন।

প্রশ্নর্কতা: পনের দিন। আচ্ছা, আরো তো আছে। এটা কোনটা? এটা তো আর একটা।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:পিউরোটিল, পিউরোটিল হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম। আর এটা হচ্ছে, দেখিনা কিছু। এটা কিজন্য?

উত্তরদাতা:এটা ঐযে হাড়ের লাইগা দিছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো সব শেষ, শুধু তো দুইটা

উত্তরদাতা:সাতদিনের একটা, পাঁচ দিনের একটা, আর একটা দিছে, এক মাসেরটা খালি রয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:মায়োথিল, মায়োথোল হচ্ছে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম। এটা কিজন্য দিছে?

উত্তরদাতা:এটা ইনফেকশনের।

প্রশ্নর্কতা: এটা ইনফেকশনের জন্য। ঐ ইউরিন ইনফেকশন হয়ছিল। এটা দশটা দেখি। এটা কত কিভাবে

উত্তরদাতা:এটা পাঁচদিন খাইছি।

প্রশ্নর্কতা:পাঁচদিন? তাহলে কি দিনে কয়টা করে?

উত্তরদাতা:দুইটা করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা কি? এটা তো , এগুলো সব ইয়েগুলো রেখে দিছেন, না? একটা ইয়ে দেখি। এটা কিজন্য? এফান------ ৪২:২১ ক্রিম, স্কয়ারের।

উত্তরদাতা:ইনফেকশনের মলম জন্য।

প্রশ্নর্কতা:একশো পারসেন্ট ক্রিম। দশ গ্রাম। স্কয়ারের ইয়া। এটা কিজন্য দিছে, ইনফেকশনের জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো এটা কিভাবে লাগাতে হবে?

উত্তরদাতা:এটা আমি

প্রশ্নর্কতা:কতদিন, কিভাবে

উত্তরদাতা:দিনে দুইবার তিনবার লাগাইবার কইছে।

প্রশ্নর্কতা:দিনে দুইবার তিনবার।

উত্তরদাতা:পস্রাবের রাস্তায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর কতদিন লাগাতে বলছে?

উত্তরদাতা:দশদিন লাগাতে বলছে।

প্রশ্নর্কতা:লাগায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:লাগাই। কম লাগাই।

প্রশ্নর্কতা:ঠিকমতো লাগান নাই? এজন্য তো পুরা ভরাই দেখি এটা।

উত্তরদাতা:খালি রাতে দিই। দিনে দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এই ঔষধগুলো কি আপনি ঠিকমতো খায়ছিলেন, যেভাবে বলছিল সেভাবে নাকি আপনি হচ্ছে ধরেন মাঝখানে ভুলে গেছেন, একম কিছু হয়ছিল?

উত্তরদাতা:মাঝখানে বাদ দিয়া খাইছি। ঐডা আবার আনছি ঐদিনক্যা। টাকা আছিলনা দেখে আনছিলনা। ঐদিনক্যা আনছে। আরো খাওন লাগবো পনেরটা।

প্রশ্নর্কতা:আরো পনের খাওন লাগবো এগুলা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এখন আপনার তিনটা আছে এখন।

উত্তরদাতা:তিনটা তিনদিন খায়য়া হারুম, তাই শেষ।

প্রশ্নর্কতা:তাই শেষ।

উত্তরদাতা:আবার পনেরটা আনন লাগবো।

প্রশ্নর্কতা:আবার কখন আনবেন? এগুলা শেষ হওয়অর পরপর আনবেন নাকি

উত্তরদাতা: শেষ হওয়ার পর এহন কোন সময় আইনা দিবো, হে না জানে।

প্রশ্নর্কতা:বিভিন্ন সময়ে গিয়ে আপনি এগুলো শেষ করবেন। কিন্তু ঠিক নেই যে হয়তো মাঝখানে এনে দিবেনা।

উত্তরদাতা:একসাথে আনেনা। বাদ হয়তে হারে আবার নাও আইনা দিতে হারে।৪৩:৪১

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এটা কেন হচ্ছে এরকম?

উত্তরদাতা:টাকার লাইগাই তো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে আপা এগুলোর কি আমি একটা ছবি তুলতে পারি?

উত্তরদাতা:তুলে নেন।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আমি কথা বলা শেষ করে এগুলোর একটা ছবিও তুলবো আপনার।

উত্তরদাতা:তুলেন।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধের। আর একটু একটা বিষয়ে জানবো। এতগুলো যে ঔষধ কিনছেন আপনি, মোট কত টাকা লাগছে, অনুমান করে বলেন তো।

উত্তরদাতা:টাকা

প্রশ্নর্কতা:বিভিন্নভাবে তো কিনছেন। দুইবারে তো কিনছেন মনে হয়।

উত্তরদাতা:টাকা ঔষধ মিলে সব মিলে তেইশ শ গেছেগা।

প্রশ্নর্কতা:তেইশ শ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এইযে টাকা গেল আর আপনার অসুস্থতা সব কিছু মিলে আপনার মনের মধ্যে কেমন লাগতেছে? কি খুশি

উত্তরদাতা:এখন আমার ব্যথা একটু কমছে। খুশি লাগছে।

প্রশ্নর্কতা:খুশি লাগছে। মানে ধরেন অনেক সময় বলিনা আমরা, যা টাকা দিছি, ঠিকমতো কাজ হয়ছে, এরকম আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:এখন তো ভালো হয়ছে আমার।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আর একটা বিষয়। এইযে বলে, আমরা বলতেছি এগুলো এন্টিবায়োটিক। এগুলো পাওয়ারের ঔষধ। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এই জিনিসটা শুনছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:শুনেন নাই, না? তাহলে আমি অন্যভাবে সাহায্য করি। এটা বুঝায় দিলে, হয়তো শুনছেন, অন্যভাবে হয়তো আপনারা বলেন আরকি। এন্টিবায়োটিক বলতেছি আমরা পাওয়ারের ঔষধগুলোকে। পাওয়ারের ঔষধ। তো পাওয়ারের ঔষধগুলো আপনার যখন

রেজিস্ট করবে, রেজিস্ট্যান্স হবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তখন সেটাকে বলতেছি হচ্ছে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। তার মানে কি পাওয়ারের ঔষধের প্রতিরোধ করা। এই সর্ম্পকে আপনার কি ধারনা হয়তেছে? এই যে পাওয়ারের ঔষধ তো চিনলেন আপনি। পাওয়ারের ঔষধের প্রতিরোধ করা। প্রতিরোধ করে তোলা।৪৫:০০

উত্তরদাতা:অহন পাওয়ারের ঔষধ তো, এটা তো আমরা বুঝিনা আরকি। অহন এইডা আইনা খামু।

প্রশ্নর্কতা:এইযে এগুলো পাওয়ারের ঔষধ বলতেছেন।

উত্তরদাতা:এগুলা তো খাই ই।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা।

উত্তরদাতা:আবার ডাক্তারের কাছে কমু পাওয়ারের, বেশী দামীটা দেন। পাওয়ারেরটা দেন। তাড়াতাড়ি খাইয়া সুস্থ হই।

প্রশ্নর্কতা:ডাক্তারকে এরকম বলেন নাকি গিয়ে?

উত্তরদাতা:বলি।

প্রশ্নর্কতা:বলেন। কোন ডাক্তারকে বলছেন? ঐযে ডা:৬কে বলছেন?

উত্তরদাতা: ডা:৬ কে বলছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আর মির্জাপুর গেছি। হেইডা তো প্রেসক্রিপশন কইরা ঔষধ দিছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে ঐ এন্টিবায়োটিক মানে পাওয়ারের ঔষধের প্রতিরোধ জিনিসটা আপনি, আপনার ইয়ে হচ্ছেনা? মানে চিন্তা করতে পারতেছেন ঐটা আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি? একটা জিনিসের হচ্ছে ধরেন খায়তে খায়তে আমাদের অনেক সময় শরীরের মধ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তখন ঐযে প্রতিরোধ, ঐ প্রতিরোধ সর্ম্পকে আপনি কি বোঝেন মানে কি চিন্তা হয়তেছে এখন?

উত্তরদাতা:এহন চিন্তা কি, ঔষধ খেয়ে অসুখ তো ভালো হইছি। কোন চিন্তা নাই।

প্রশ্নর্কতা:যে এগুলা খাওয়ার ফলে, এন্টিবায়োটিক খাওয়ার ফলে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে শরীরে। এরকম কিছু কি মনে হচ্ছে আপনার?

উত্তরদাতা:মনে তো হয়ছে। আমার অহনতো শরীরটা ভালো লাগে। ভালো হয়ছে। অসুখটা কমছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আপা, এইযে এন্টিবায়োটিক, পাওয়ারের ঔষধের প্রতিরোধ বা পাওয়ারের ঔষধের প্রতিরোধ, ধরেন পাওয়ারের ঔষধ বাদ দিলেন। নরমাল যে সাধারন কম দামী ঔষধ বললেন আপনি কম দামী ঔষধের প্রতিরোধ, এই সর্ম্পকে আপনি শুনছেন?

উত্তরদাতা:না। কম দামী ঔষধ আমি খাইনা। আমি

প্রশ্নর্কতা:শরীরে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, এরকম।

উত্তরদাতা:কম দামী ঔষধ তো শরীরে প্রতিরোধ করেনা।

প্রশ্নর্কতা:পরে কাজ করবেনা মানে এরকম। খায়তে খায়তে এক সময় হয়ে গেল যে কোন কাজ করলোনা আর? এটাকে বলতেছি প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তার মানে কি ধরেন, যুদ্ধ হয়ছিল। যুদ্ধের সময় কি হয়ছিল। যুদ্ধ হয়ছিল। যুদ্ধের সময় প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। তার মানে কি আক্রমন করতে পারে নাই আর। আমরা প্রথমে ইয়ে হইছি, তাপরে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরে আমাদের গায়ে আক্রমন করতে পারে নাই পাকিস্তানিরা। ধরেন এই জিনিসটাকে আপনি বলেন যে ঔষধের ক্ষেত্রে যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ আপনি খায়তে খায়তে এরকম প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই জিনিসটাকে আপনি কখনো চিন্তা করছেন কিনা এরকম পাওয়ারের ঔষধ খায়তে খায়তে আপনার বা বিভিন্ন ধরনের কম দামী ঔষধ খেতে খেতে আপনার

উত্তরদাতা:আমি পাওয়ারের ঔষধ খেতে কোন চিন্তা করি নাই।

প্রশ্নর্কতা:চিন্তা করেন নাই? শুধু উপকার হবে এটা মনে করছেন। আচ্ছা। ঠিক আছে। তো ধরেন এরকম যদি কোন সমস্যা হয়, পাওয়ারের ঔষধ খাওয়ার ফলে নিজের কোন সমস্যা হয় শরীরে। আপনার নিজের অথবা হচ্ছে পরিবারের কারো বা ধরেন আশেপাশের প্রতিবেশীর কারো। বা আপনার গরু ছাগল যেগুলো আছে, এগুলোর? তখন আপনি কি করবেন?

উত্তরদাতা:আমাগো তো কোন ক্ষতি হয় নাই পাওয়ারের ঔষধ খেয়ে। তাই বুঝি নাই।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ক্ষতি হয় নাই। যদি হয়, তখন কি করবেন?

উত্তরদাতা:হয়লে আর কি, হয়লে হয়বোই। হয়লে আর কি করুম?

প্রশ্নর্কতা:হয়লে কি করবেন?

উত্তরদাতা:কিছুই করার হারুমনা। ডাক্তাররে কি আর মারন যায়বো যদি কোন ক্ষতি হয়?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে ধরেন কার পরার্মশ ধরবেন,কোন একটা তো ব্যবস্থা করতে হয়। কিছু সমস্যা সৃষ্টি হলে এটার জন্য মোকাবেলা করার জন্য কোন সমাধান খুঁজতে হয়।ও ঠিক না? যে সমস্যা হয়ছে, রোগ হয়ছে। বসে তো থাকা যায়না।

উত্তরদাতা:কোন সমস্যা হয় নাই আমাগো।

প্রশ্নর্কতা:হয় নাই?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ঠিক আছে। তাহলে ধন্যবাদ আপা। আমি আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ঠিক আছে।

----------oooooooooooooooo----------